কালের কণ্ঠ

02 MAR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

১৫ হাজার পুল শিক্ষক কি নিয়োগ পাবেন না?

তিন মন্ত্রণালয়ের টানাপড়েন

শরীফুল আলম সুমন

জনপ্রশাসন, অর্থ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা—এই তিন মন্ত্রণালয়ের টানাপড়েনে আটকা পড়েছে ১৫ হাজার পুল শিক্ষকের ভাগ্য। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে ১৫ হাজার ১৯ জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করে দেড় বছরেও তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়নি। গত সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী এই পুল শিক্ষকদের বারবার আশ্বাস দিলেও শেষ পর্যন্ত নিয়োগ দিয়ে যেতে পারেননি। এখন এসব শিক্ষকের আর নিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়।

প্রায় দেড় বছর ধরে দ্বারে দ্বারে ঘোরা এসব শিক্ষকের অনেকেরই সরকারি চাকরির বয়স পার হয়ে গেছে। তাঁরা এখন চরম দুশ্চিন্তায় দিন পার করছেন। তাঁদের নিয়োগ দিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

১৫ হাজার পুল শিক্ষক কি নিয়োগ পাবেন না?

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয়ের ইচ্ছা থাকলেও প্রশাসনিক ও পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে সম্মতি দিতে অনীহা দেখায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। আর অর্থ মন্ত্রণালয় যে শর্ত জুড়ে দিয়েছে, তাতে বিব্রত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মন্ত্রণালয় আমাদের পরীক্ষা নিতে বলেছে, আমরা নিয়েছি। এরপর তারা আমাদের আর কোনো নির্দেশনা দেয়নি। তাই এসব পুল শিক্ষককে আমরা নিয়োগ দিতে পারছি না।'

শিক্ষক পুল গঠন নিয়ে সর্বশেষ আপত্তি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের। তাঁদের মতে, 'লিভ রিজার্ভ' পদ সৃষ্টি করা হয় ক্যাডার সার্ভিসের জন্য। শিক্ষকদের জন্য এ ধরনের পদ সৃষ্টি অর্থাৎ 'শিক্ষক পুল' আইনসম্মত হবে না। ছয় মাসের জন্য সৃষ্টি করা এসব পুল সময় পেরিয়ে গেলে বিলুপ্ত হবে না থেকে যাবে, আবার কাদের নিয়োগ দেওয়া হবে, এসব শিক্ষক কিভাবে নিয়মিত হবেন, তা এ নীতিমালায় উল্লেখ নেই। শিক্ষক পুল গঠনে ১০ শতাংশ লিভ রিজার্ভ পদ সৃষ্টি ছাড়া অস্থায়ী পদ সৃষ্টির বিকল্প কোনো পন্থা আছে কি না, তা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে জানতে চায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। জবাব দেওয়ার আগেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের শর্তযুক্ত সম্মতি পায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি শিক্ষক পুলে শর্ত সাপেক্ষে সম্মতি দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। 'আমি কখনোই চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি করব না'—৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে এভাবেই লিখিত বন্ডসই দিতে হবে। মাসিক বেতন সর্বসাকল্যে ছয় হাজার টাকা। কোনো ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাও নেই। স্থায়ী কোনো পোস্টিংও পাবেন না তাঁরা। সংশ্লিষ্ট উপজেলার যখন যে বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট থাকবে সেখানেই ক্লাস নিতে হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সন্তোষ কুমার অধিকারী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অর্থ মন্ত্রণালয় যে শর্ত দিয়ে নিয়োগ দিতে বলেছে, তাতে এসব শর্ত মেনে কেউ নিয়োগ পেতে আগ্রহী হবে বলে মনে হয় না। এই শর্ত দেওয়ার পর এ ফাইল আর নড়েনি। আমাদের যেভাবে চিন্তাভাবনা ছিল সেভাবে হয়নি বলেই আমাদের মন্ত্রণালয় থেকেও আগ্রহ নেই। এভাবে নিয়োগ দেওয়া আর বিনা পয়সায় খাটা একই কথা। আমার মনে হয়, এই পুল শিক্ষকরা আর নিয়োগ পাবেন না।'

জানা যায়, গত বছর সরকারি হওয়া প্রায় ২৬ হাজার বিদ্যালয় বাদে আগের সরকারি ৩৭ হাজার ৬৭২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক লাখ ৮০ হাজার সহকারী শিক্ষক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ নারী। নারী শিক্ষকদের ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি রয়েছে। সব শিক্ষকেরই প্রশিক্ষণের ছুটি, সরকারি কাজে অন্যখানে যাওয়াসহ নানা কারণে পাঠদান ব্যাহত হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই সাময়িক শিক্ষক ঘাটতি পূরণে বিদ্যমান শিক্ষকদের বিপরীতে ১০ শতাংশ হারে লিভ রিজার্ভ পদ সৃষ্টির জন্য ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'শিক্ষক পুল' গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। কিন্তু এ ধরনের শিক্ষক নিয়োগের যে নীতিমালার প্রস্তাব করা হয়েছিল, তাতে নানা ধরনের প্রশাসনিক ও পদ্ধতিগত ত্রুটি ধরা পড়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর।

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে ২০১২ সালের ১৪ আগস্ট ১২ হাজার ৭০১ জনকে শিক্ষক পুলের জন্য উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়। এর কিছুদিন পর সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য শূন্য পদের বিপরীতে প্রার্থী নির্বাচনের পর অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্য থেকে দুই হাজার ৩১৮ জনসহ মোট ১৫ হাজার ১৯ জনকে নিয়ে উপজেলা বা থানাওয়ারি প্রাথমিক শিক্ষক পুল (চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ কাঠামো) গঠনের জন্য নিয়োগের সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়। তাঁদের প্রাথমিকভাবে ছয় মাস হিসেবে অস্থায়ী নিয়োগের প্রস্তাব করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ফাইল পাঠায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর পর থেকেই তিন মন্ত্রণালয়ের টানাপড়েনে আটকে আছে এসব পুল শিক্ষকের নিয়োগ।

এরই মধ্যে এই পুল শিক্ষকরা তাঁদের নিয়োগের দাবিতে একাধিকবার মানববন্ধন, সংবাদ সম্মেলন এবং প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন। এতেও কোনো ফল না পাওয়ায় আগামী মাস থেকে রাজপথে তাঁরা কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন। মঞ্জুর আহমেদ নামের এক পুল শিক্ষক বলেন, 'বারবার আমাদের আশ্বাস দেওয়ার পরও কেন নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না, তা বুঝতে পারছি না। আবার কেউ বলছেও না আমাদের নিয়োগ দেওয়া হবে না। এই মাসের মধ্যে নিয়োগ দেওয়া না হলে আগামী মাস থেকে আমাদের কঠোর কর্মসূচি দেওয়া ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ থাকবে না।'

অন্য এক পুল শিক্ষক মশিকুর রহমান রাজু বলেন, 'আমরা যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। পুলে অযোগ্য কেউ নেই। সদ্য জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নতুন করে একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। যদি পুল চালু করা সম্ভব না হয়, তাহলে ওই সব বিদ্যালয়ে আমাদের নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।'